তারিখ: 22 FEB 2016
পৃষ্ঠা: ... কলাম: ...

সমকাল

এক বছরে একই বিদ্যালয়ের ২৯ ছাত্রীর বাল্যবিয়ে

■ খাইরুল ইসলাম, *চুয়াডাঙ্গা*

হরদম বাল্যবিয়ে হচ্ছে চুয়াডাঙ্গায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে স্কুলছাত্রীরা। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার মাত্র একটি বিদ্যালয়েই গত এক বছরে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়েছে ২৯ ছাত্রীকে। তাদের মধ্যে কারও কারও জীবনে ঘটেছে বিয়ে বিচ্ছেদের মতো ঘটনা। আবার অনেকেই শিকার হয়েছে একাধিক বিয়ের। শারীরিক গঠনের পরিবর্তন ঘটলেই, বয়সের হিসাব না করেই বিয়ে দিচ্ছেন অভিভাবকরা। এতে বাড়ছে মাতৃমৃত্যুর হার ও বিয়ে বিচ্ছেদ।

আলমডাঙ্গা

এ বিদ্যালয়টি হচ্ছে আলমডাঙ্গা উপজেলার মুন্সীগঞ্জ পশুহাট এলাকার সৃজনী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ। গত বছর এই বিদ্যালয়ের চার শতাধিক ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বাল্যবিয়ের শিকার হয় ২৯ জন ছাত্রী। তারা সবাই ষষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের মধ্যে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে ১০ জন। আবার পাঁচজনকে করতে হচ্ছে দ্বিতীয় স্বামীর ঘর। এই ভয়াবহ চিত্র শুধু সৃজনী মডেল মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠেরই নয়, জেলার অধিকাংশ বিদ্যালয়ের একই দশা। যার উদাহরণস্বরূপ চুয়াডাঙ্গা জেলা বাল্যবিয়ের ক্ষেত্রে সারাদেশের মধ্যে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

এদিকে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি পাশের জেলা মেহেরপুর বাল্যবিয়েমুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেও চুয়াডাঙ্গায় তার বিপরীত।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার সৃজনী মডেল বিদ্যাপীঠের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মালা খাতুনের আট মাস আগে পাশের গ্রামে বিয়ে হয়। এরপর তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। লেখাপড়া করার ইচ্ছা থাকলেও তা আর সম্ভব হচ্ছে না। এ বয়সেই তার মাথায় চেপেছে সংসারের বোঝা। বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রী আঁখিরও একই অবস্থা। বিয়ের পর থেকে তারও বিদ্যালয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

চুয়াডাঙ্গায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের শিকার হচ্ছে স্কুলছাত্রীরা। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিয়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো হচ্ছে। মা-বাবার কথামতো বাল্যবিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রী।

অভিভাবকরাও স্বীকার করলেন, বাল্যবিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন তারা। মেয়ের বয়স অল্প হওয়ায় সাংসারিক কাজ করতে না পেরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তারা। সৃজনী মডেল বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক আহাদ আলী মোল্লা জানান, এলাকার মেম্বারদের সহযোগিতায় জন্ম নিবন্ধনে বয়স বাড়িয়ে স্কুলছাত্রীদের বাল্যবিয়ে হচ্ছে। কাজিরা মেয়ের চেহারা ও বয়স না দেখেই বিয়ে পড়াচ্ছেন জন্ম সনদ দেখে। প্রশাসনের তরফ থেকে তেমন কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় বাড়ছে বাল্যবিয়ে।

বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রিসোর নির্বাহী পরিচালক জাহিদুল ইসলাম জানান, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও ছাত্রী উত্ত্যক্তের কারণেই বাড়ছে বাল্যবিয়ে। আর তা রোধে কাজও করছে জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তারপরও সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধিরা বয়স বাড়িয়ে সনদপত্র দিচ্ছেন বলে কমছে না বাল্যবিয়ে। ফলে একদিকে যেমন বাড়ছে আত্মহত্যার প্রবণতা, অন্যদিকে অল্প বয়সে গর্ভবতী হয়ে বাড়ছে মাতৃমৃত্যু ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মের সংখ্যা।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গার জেহালা ইউপি সদস্য আবুল হোসেন জানান, বিদ্যালয়ের সনদপত্র অনুযায়ীই জন্ম সনদ দেওয়া হয়। আর বাল্যবিয়ের খবর শোনামাত্র তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেন তিনি।

জেহালা ইউনিয়নের কাজি আনোয়ার হোসেন জানান, গত চার বছরে বিয়ে পড়িয়েছেন ৩০৪টি। তার মধ্যে নিজ হাতেই তালাক লিখেছেন ১৫৮টি।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আঞ্জুমান আরা বলেন, চুয়াডাঙ্গায় বাল্যবিয়ে নির্মূলে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে জেলা প্রশাসন। যার কারণে ঘটা করে বাল্যবিয়ে দেওয়া এখন অনেকটা কমে গেছে। বাল্যবিয়ে রোধে দ্রুত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সরকার— এমনটাই আশা চুয়াডাঙ্গাবাসীর।